দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্তব্যবোধে'র একটি প্রতিবাদ

গত ২২শে ডিসেম্বর 'সংবাদ'-এ "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্তব্য-বোধ" শিরোনামে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত সম্পাদকীয়তে ঢালাওভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলা, বিশেষ করে ক্লাস না নেয়া এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের জন্য দায়ী করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের কোন একটি পরীক্ষার ফল প্রকাশে প্রায় এক বছর বিলম্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অযাচিতভাবে দেশের সকল বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষককে শুধু দায়িত্বহীনই বলা হয়নি, তাদের মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে যা একজন দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক হিসেবে প্রতিবাদ না করে পারছি না।

সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে "পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন কর্তব্যবোধ নেই। কর্তব্যনিষ্ঠা নেই। এসব ব্যাপারে কোন অভিযোগই তারা গায়ে মাখেন না। তাদের সবার গায়ের চামড়াও মোটা হয়ে গেছে। আমাদের শিক্ষকরা তাদের ম্লান তখত-তাউসে নিজের আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। দিনের পর দিন ধরে শূন্য থাকে ক্লাসরুম। পড়ানোর বালাই নেই .....ইত্যাদি।"

শিক্ষক সমাজকে অহেতুক হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 'সংবাদ'-এ এ ধরনের লেখা আগেও একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। একজন কর্তব্যনিষ্ঠ দায়িত্বশীল শিক্ষক হিসেবে আমি এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আমার মত শতশত শিক্ষক যারা উপরোল্লিখিত দায়িত্বহীন কর্মকান্ডে বিন্দুমাত্র জড়িত নন তারা আমাকে সমর্থন করবেন। দিনের পর দিন ক্লাসরুম শূন্য থাকে সে জন্য কি শিক্ষকরা দায়ী? সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি যেখানে লাগামহীন, সচিবালয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরে কর্তব্যে অবহেলা যেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার সেখানে হাতে গোনা ২/১ জন শিক্ষক (?) (যারা আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার অযোগ্য) যদি দায়িত্বহীন হয়েও থাকেন তাহলে কি ঢালাওভাবে সবাইকে দোষারোপ করতে হবে? মাঝে মাঝে ২/১টি পরীক্ষার ফল প্রকাশে যে অহেতুক বিলম্ব হয় এবং ২/১ জন শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলার জন্যই যে তা ঘটে থাকে সে কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করবো। এমনটি হওয়া মোটেই সমীচীন নয় কারণ তাতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পদ্ধতিগত কারণেই (বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ-পরীক্ষকের ব্যবস্থা থাকায়) কিছুটা বিলম্ব হয়ে থাকে, তবে তা কোনক্রমেই ৩/৪ মাসের অধিক হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে। কোন সহকর্মী যদি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তবে তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রয়োজনবোধে সংবাদপত্রে ফলাও করে তাদের নাম উল্লেখ করলেও আমার আপত্তি নেই বরং স্বাগত জানাবো কিন্তু উপরোল্লিখিত সম্পাদকীয়তে যেভাবে ঢালাও করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে দোষারোপ করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি অশালীন উক্তি করা হয়েছে তাতে শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বিধায় আমি গভীর ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর সাইদুর রহমান খান,
ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও
ইলেকট্রনিক্স বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

57